পাঞ্চ নাই পরিচয়

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭১

প্রকাশক :

এন চক্রবর্তী

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

মুদ্রক :

এস. এন. শাস্ত্রী

বি বি প্রেস

১১০-বি, অখিল মিস্ত্রী লেন

কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

শ্রীমান সুভাষচন্দ্র ঘোষ

(চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য)

কল্যাণীয়েষু—

পাও নাই পরিচয়

॥ ১ ॥

ব্যক্তিগত আলাপ—পুরাতন পরিচয় ঝালিয়ে নেবার স্থান-কাল সেটা নয়।

রোগিণী যেখানে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে, বড় ডাক্তার এসে তাঁর যন্ত্রপাতি সাজাচ্ছেন, জল ফুটছে ইলেক্‌ট্রিক কেটলিতে—অস্ত্রোপচারের সব আয়োজন প্রস্তুত, এখনই রোগিণীকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে না পারলে, হয়তো একেবারেই মুক্তি দিতে হবে—এই জীবন বা দেহের বন্ধন থেকে—সেখান ঘরে উপস্থিত সকলের সমস্ত মনোযোগ সেই দিকেই যাওয়া উচিত ছিল।

দময়ন্তীর তা গিয়েও ছিল।

সে ঘরে ঢোকা মাত্র তার কাজে লেগে গেছে।

ডাঃ মিসেস সেনের সঙ্গে দীর্ঘ দিন কাজ করছে সে, অনেক 'কেস' করেছে তাঁর সঙ্গে—কী কী তাঁর প্রয়োজন, কোন্‌টার পাশে কোন্‌টা কিভাবে পর পর সাজিয়ে রাখতে হবে—এসব তার জানা হয়ে আছে।

সেই ভাবেই দ্রুত এবং নিপুণ হাতে যন্ত্রপাতি সাজাচ্ছিল সে, সেই দিকেই মন ছিল তার।

অরবিন্দ কখন ঘরে এসে ঢুকেছে, তা টেরও পায় নি।

একেবারে ঠিক পিছনে একটা দ্রুত নিশ্বাস নেবার শব্দে চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রথম দেখেছে সে—এবং চিনতে পেরেছে।

তবু সে চেনার কোন স্বীকৃতি দময়ন্তীর মুখে ফোটে নি।

শুভ্র পাথরের মতো মুখে তার হয়তো ঈষৎ রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে—কিন্তু সেও, কয়েক মুহূর্তের বেশি, তা স্থায়ী হয় নি।

ভাবলেশহীন মুখের একটি শিরাতেও কোন আবেগের চিহ্ন দেখা যায় নি, সামান্য মাত্র ভ্রূকুটিও ফুটে ওঠে নি মর্মরমসৃণ ললাটে।

এতখানি আত্মদমনের শিক্ষা অরবিন্দর নেই।

সে নাম-করা ব্যারিস্টার।

বিপুল পশার তার।

সে কোন পক্ষে দাঁড়িয়েছে শুনলে, অপর পক্ষ ত্রস্ত হয়ে ওঠে—কিন্তু সে অন্য কথা।

সেখানে কখন কি মুখের ভাব ফোটাতে হবে—কখন কি অভিনয় করা দরকার—সে-শিক্ষা আদালতেই হয়, সেখানেই সে পাঠ নিয়েছে সে, দীর্ঘ কাল ধরে অভ্যাস করতে করতে মজ্জাগত হয়ে গেছে।

এ পাঠ—মনোভাব দমনের এই আশ্চর্য শিক্ষা—এ অন্য জিনিস, জীবনের পাঠশালায় ভাগ্যের হাতে মার খেতে খেতে এর পাঠ নিতে হয়, দময়ন্তী যা নিয়েছে।

এ রহস্য অরবিন্দর জানবার কথা নয়।

তাই, অতর্কিতে পরিচয় অজ্ঞাত রাখার প্রয়োজন সত্ত্বেও—আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'টুটু ?···এ—অশোকা তুমি ?'

এবার একটু ভ্রূকুটি দেখা দিল দময়ন্তীর মুখে, বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়, সে চকিতে একবার অরবিন্দর চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'মাপ করবেন, আপনার বোধহয় একটু ভুল হচ্ছে। আপনি কাকে মীন্ করছেন, তা ঠিক জানি না। আমি দময়ন্তী লাহিড়ী।'

বোধ করি এই চড় খাওয়ারই প্রয়োজন ছিল—অরবিন্দর সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে, স্থান-কাল সম্বন্ধে সচেতন করতে।

সে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'ওঃ!···সরি।···ক্ষমা করবেন।··· আশ্চর্য সাদৃশ্য বলেই—'

শেষের দিকে কথাগুলো স্বগতোক্তির মতোই দাঁড়াল।

শেষও করল না অরবিন্দ মল্লিক।

প্রয়োজনও ছিল না শেষ করার।

কারণ ততক্ষণে দময়ন্তী আবার নিজের কাজে—ব্যস্ত শুধু নয়, তন্ময় হয়ে গেছে।

তার কান ও চোখ মিসেস সেনের তাঁবে চলে গেছে—কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি সামান্য ভুলের জন্য কী ক্ষমা প্রার্থনা করছে বা যুক্তি দেখাচ্ছে, সেদিকে কান বা মন দেওয়ার অবসর নেই তখন।

হয়তো ইচ্ছাও নেই।

এমন ভুল তো হয়েই থাকে।

অরবিন্দও আর সে ঘরে দাঁড়াল না।

বেরিয়ে এসে একবার—ইতিমধ্যেই বহুবার-ঘাম-মুছে-ভিজে-যাওয়া রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে, যেন ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে তাকাল।

করিডরে কেউ নেই, নিচে ল্যাণ্ডিংয়ে ভৃত্যশ্রেণীর কয়েকজন পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে আছে—মালেকার কী খবর জানবার জন্যে, কোন প্রয়োজন হতে পারে হয়তো—সে জন্যেও।

অরবিন্দর মুখের বিবর্ণতা ও স্বেদপ্রাচুর্যকে মালেকার সঙ্কট অবস্থারই চিহ্ন বলে ধরে নিয়ে, তাদের একজন ব্যস্ত হয়ে উঠে আসছিল—অসহিষ্ণুভাবে হাতের ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত ক'রে সে এবার দ্রুত গিয়ে নিজের স্টাডিতে ঢুকল।

কতকটা ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পেতেই।

ঘরে ঢুকে অবসন্নভাবে নিজের চেয়ারটাতে বসে পড়েছিল। মিনিট-কতক সেই ভাবেই বসে রইল।

হাতটা কাঁপছে অল্প অল্প, পায়েরও জোরটা আশ্চর্যরকম ভাবে কমে গেছে।...ড্যাম্‌ড্‌ ন্যুইসেন্স!

অসহায়ভাবে ওপাশের গা-আলমারিটার দিকে চাইল একবার।

ওর মধ্যে বলাধানের উপকরণ প্রস্তুত আছে—দেহে এবং মনে

এক নিমেষে বল এনে দিতে পারে এমন উগ্রবীর্য বিলিতি সুরা।

ডিকেণ্টার ভর্তি আছে।

বিলেত থেকেই আনানো, এম্‌ব্যাসীর মারফত। হাইকমিশনারের একটা কাজ ক'রে দিয়েছিল একবার, তারই পুরস্কারস্বরূপ প্রতি বছর ক্রীসমাসে এক কেস ক'রে উপহার পাঠান তাঁরা।

কিন্তু সে খেতে গেলে আবার উঠতে হয়।

ততটুকু শক্তিও যেন আর নেই।

প্রয়োজনও নেই অবশ্য।

অরবিন্দর মধ্যেকার ঝুঁদে ব্যবহারজীবী নিজেকেই ভ্রূকুটি ক'রে উঠল।

জোর ক'রেই হাতে জোর এনে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল।

ক'দিন ধরেই প্রয়োজনটা অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে বলে, টেবিলে কাঁচের নিচে বড় বড় হরফেই নম্বরটা লিখে রেখেছে অরবিন্দ।

দিল্লীর সব থেকে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত নার্সে'স ইউনিয়নের টেলিফোন নম্বর।

মুখস্থও হয়ে গেছে প্রায়, একবার মাত্র সেদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই ডায়াল করল নম্বর।

ওদিকে যিনি ধরলেন তাঁর কণ্ঠস্বরও পরিচিত।

'মিসেস হাস্‌কার? নমস্তে জী। ম্যয় মিঃ মল্লিক বোল রহা হুঁ—রিঙ্ক্‌ রোড সে।···জী, নেহি নেহি···উ তো ঠিক হ্যায়—বাত হ্যায় দুস্‌রী।'

তারপর এক মুহূর্ত একটু থেমে ইংরিজিতে বলল আবার, 'আচ্ছা এই নার্স'টি—কি যেন নাম—মিস লাহিড়ী—এঁকে বদলে দেওয়া যায় না? আর কেউ? নো নো, আমি এঁর এফিসিয়েন্সীতে কোন সন্দেহপ্রকাশ করছি না। জাস্ট একটা পার্সোনাল কারণ। কিছু করা যায়? আমি এঁর আজকের ফী দেব ঠিকই—এখনই আর